# মনিকা-সালেম অজানা কাহিনী

মুম্বাইয়ের মাফিয়া ডন আবু সালেমকে দেশে ফেরত এনেছে ভারতীয় গোয়েন্দারা। সাথে চিত্রনায়িকা বান্ধবী মনিকা বেদী। বলিউডের ত্রাস আবু সালেমকে নিয়ে প্রচলিত বহু †K”QvKwnbx। খুন, চাঁদাবাজি, বেটিং– সালেমের অপরাধের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সালেম-মনিকার অজানা কাহিনী নিয়ে

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

*আবু সালেম-মনিকা বেদী : মিডিয়ার আলোচনা এখন দুজনকে ঘিরে*

মধ্য প্রদেশের আজমগড় জেলার অজপাড়াগাঁ সারাই মীর। মুসলিম এলাকা। কাজকর্মের সুযোগ কম। কাজেই কলেজ পাসের পর ছেলেটি দিল্লি চলে এলো ভাগ্য অন্বেষণে। ক'দিন ট্যাক্সি চালানোর পর তাকে পাওয়া গেল আলো ঝলমল মুম্বাই নগরীতে। '৯০-এর গোড়ার কথা। আন্ধেরি এলাকায় মাস্তান হিসেবে আখতারের বেশ নাম ডাক। মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টার সাঈদ টোপির হয়ে কাজ করে আখতার। ছেলেটির কেমন যেন আত্মীয় হয়। সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরে আখতারের দলে ভিড়ে গেল গ্রামের ভয়কাতুরে ছেলেটি। এরপর দোকানে দোকানে চাঁদাবাজি। জমি সংক্রান্ত সালিশ-মীমাংসার নামে মামদোবাজি। অন্ধকার জগতের সঙ্গে হাতেখড়ি এভাবেই। দিনে দিনে নাম ডাক বাড়ে। এক সময় ছেলেটি পরিণত হয় মুম্বাইয়ের মাফিয়া ডনে। আজকে তার নাম সবার জানা। আবু সালেম।

মোস্ট ওয়ান্টেড আসামি আবু সালেমকে ভারত সরকার বাগে পেয়েছে ক'দিন হলো। পর্তুগাল থেকে তাকে ফেরত আনা হয়েছে। ২০০২ সালে পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে পর্তুগাল পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আটক ছিল সালেম। সঙ্গে চিত্রতারকা বান্ধবী মনিকা বেদী। ভারতীয় পুলিশ সালেমকে খুঁজছিল '৯৩ সালে মুম্বাইয়ে সিরিজ বোমা হামলার হোতা হিসেবে। সালেম দীর্ঘদিন দুবাইতে আত্মগোপন করে ছিল। সে সময় ভারতীয় গোয়েন্দারা তার মোবাইল নম্বর পায়। গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করছিল তারা। তারপর হঠাৎ সালেম যুক্তরাষ্ট্রে সরে গেলে সিবিআই এফবিআই'কে সতর্ক করে। বলা হয়, এ সময় সালেম প্লাস্টিক সার্জারির সহায়তায় নিজের চেহারা বদলে ফেলে। এফবিআই'র তৎপরতা টের পেয়ে সালেম চেষ্টা করে পর্তুগালে পালিয়ে যেতে। মার্কিন গোয়েন্দারা পর্তুগাল কর্তৃপক্ষকে জানায়, সালেম জাল কাগজপত্র নিয়ে সে দেশে প্রবেশ করেছে। এ অভিযোগে লিসবনে গ্রেপ্তার হয় সে। অনেকের ধারণা, সালেমের ধরা পড়ার পেছনে বান্ধবী মনিকা বেদীর হাত আছে।

অপরাধ জগতে সালেমের উত্থান বিস্ময়কর। আন্ধেরির আখতারের হাত ধরে এই জগতে সালেম প্রবেশ করলেও মুম্বাই পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে আখতারের গডফাদার সাঈদ টোপি মারা পড়লে, সে নিজেই বাহিনী গড়ে তোলে। আন্ধেরিতে থাকার সময় স্থানীয় এক কলেজপড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে করে সালেম। মেয়ের পরিবারের অমতে এ বিয়ে নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় সালেমকে। মেয়ের আত্মীয়স্বজনরা ডিএন নগর থানায় তার বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা ঠুকে দেয়। গ্রেপ্তার এড়াতে সালেম মুম্বাইয়ের উত্তর-পূর্বে সান্তাক্রুজ এলাকায় সরে আসে। এখানে সে একটা ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা খুলে বসে। উদ্দেশ্য, দুবাইতে লোক পাচার।

ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসাতেই দাউদ ইব্রাহীমের সঙ্গে পরিচয় সালেমের। চাঁদাবাজিতে সালেমের নামডাক দাউদের কানে পৌঁছেছিল। সালেমের মধ্যে একধরনের লোক-দেখানো ভাব ছিল। মানুষকে হুমকি-ধামকি দিতে সে ছিল ওস্তাদ। দাউদ বুঝল এখন 'মুন্না ভাইকেই' তার দরকার। সালেমের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পাঠানো হলো দাউদের ভাই আনিস ইব্রাহিমকে। একসঙ্গে কাজ করতে রাজি হলো সালেম।

ইতিমধ্যে সালেমের নিজের গ্যাঙ হয়েছে। লোকবল নিয়ে সালেম প্রকাশ্যে আসে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়। সাদ্দামের সমর্থনে মুম্বাইতে মিছিল বের করে। সেই মিছিল ঠেকাতে পুলিশকে লাঠিপেটা করতে হয়। সালেম উত্তর প্রদেশ থেকে আসা লোকজনকে কাজে লাগাতো। দরিদ্র লোকজন দিয়ে খুব অল্প টাকায় কাজ করিয়ে নিত। সালেমের কাজের ধরনটি বেশ পরিপক্ব। কাজ করাতো চুক্তিতে। অর্থাৎ, মিশন সম্পন্ন করার পর সেই লোককে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিত। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন লোককে ব্যবহার করতো সালেম। কেউ একজন হত্যাকারীকে অস্ত্র পৌঁছে দিয়ে

আসত (সাধারণত মহিলা), কেউ টার্গেট চিহ্নিত করতো। হত্যার কাজটি করতো অন্য কেউ। কেউই কাউকে চিনত না। কাজ শেষ হলে পরে অস্ত্রটি পৌঁছে যেত বহনকারী মহিলার কাছে। একই অস্ত্র বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার ফলে পুলিশের ধারণা ছিল, একজন মানুষই সব অপকর্ম করছে।

দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে জোট বাঁধার পর সালেম বলিউডে তার প্রভাব বিস্তার করে। বলিউডের এমন কোনো প্রযোজক-পরিচালক নেই যার কাছে সে চাঁদা চায়নি কিংবা হুমকি-ধামকি দেয়নি। সালেমের লোকজন হামলা চালায় রাজিব রাই, রাকেশ রোশন, মনমোহন শেঠির মতো পরিচালকদের ওপর। হত্যা করে মিউজিক কোম্পানি টি-সিরিজের মালিক গুলশান কুমারকে। মনিষা কৈরালার ব্যক্তিগত সচিব অজিত দিওয়ান, ওমপ্রকাশ কুকরেজার মতো নামী-দামি চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বকে। এমনকি সালেম অমিতাভ বচ্চনের কাছেও চাঁদা দাবি করেছিল। সব মিলিয়ে বলিউডের সবার কাছে সালেম ছিল ত্রাস। অভিযোগ আছে, '৯৩ সালের জানুয়ারিতে অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকে একে-৫৬ রাইফেল সরবরাহ করেছিল সালেম।

*আদালতে হাজির করা হয়েছে আবু সালেম ও মনিকা বেদীকে। পর্তুগাল সরকার এই দুজনকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার বিরোধিতা করেছে। এই শর্তে রাজি ভারত সরকার*

বলিউডের বেশ কিছু ছবিতে টাকা লগ্নি করে সালেম। বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে দুবাইতে বেশ কিছু অনুষ্ঠানও করে। এ সময় মূলত মনিকা বেদীর সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। সালেমের হুমকিতেই বেশ কিছু পরিচালক মনিকাকে তাদের ছবিতে নিতে বাধ্য হয়। রাজিব রাই তার ছবিতে মনিকাকে নিতে রাজি না হওয়ায় তাকে গুলি করেছিল সালেম। মনিকা অবশ্য কখনোই বলিউডের লাইমলাইটে আসতে পারেনি। ক'বছর আগে বাংলাদেশের দুটি ছবিতে মনিকা অভিনয় করেছে। এর একটি 'জবাবদিহি', অপরটি 'রাজারানী'। মনিকাকে এ দেশে আনার পেছনে আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের হাত ছিল বলে অনেকের ধারণা।

গুলশান কুমার হত্যা নিয়ে সালেমের সঙ্গে বিরোধ বাধে দাউদ ইব্রাহিমের। গুলশান হত্যার বিষয়ে দাউদ কিছুই জানতো না। এর আগে '৯৩-এ মুম্বাইতে ধারাবাহিক বোমা হামলার কিছুদিন আগে সালেম দুবাইতে অবস্থান করার সময় দাউদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এ সময় 'ডি' কোম্পানি নামে খ্যাত দুবাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডে দাউদের সেকেন্ড-ইন কমান্ড হিসেবে সালেম প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু গুলশান হত্যাকান্ডের পর দাউদ টের পায় সালেম তার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। এ সময় দাউদ তাকে দুবাই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলেও সালেম বেরিয়ে আসে। পালিয়ে যায় আমেরিকায়।

*শিল্পীর দৃষ্টিতে প্লাস্টিক সার্জারির আগে আবু সালেম*

বলিউডে প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে মনিকার সঙ্গে সালেমের ঘনিষ্ঠতা হয়। কথিত আছে, মনিকার প্রতি পরিচালক রাজিব রাইয়ের দুর্ব্যবহারের কথা শুনে সালেম দুর্বল হয়ে পড়ে। দু'জন কাছাকাছি আসে ক্রমশ। বলিউডের গোপন খবরাখবরগুলো সালেম তার কাছ থেকেই পেত। এক পর্যায়ে রূপালী জগতে নিজের অবস্থান হারিয়ে সালেমের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে যায় মনিকা। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে থাকে দেশবিদেশ। লিসবনে সে যখন গ্রেপ্তার হয় তখন মনিকার তিন নামে তিনটি পাসপোর্ট। এর মধ্যে একটিতে তার নাম সামিয়া মল্লিক কামাল। অন্যটিতে ফৌজিয়া উসমান। পর্তুগালে বিচারে তার সাজা হয়েছিল দু'বছরের কারাদন্ড। মনিকার পরিবার স্থায়ীভাবে নরওয়েতে বসবাস করলেও তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

অনেক আলোচনার পর ভারত সরকার আবু সালেমকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। সালেম-মনিকা কেউই জানতো না তারা ভারতে ফিরে আসছে। তবে পর্তুগাল সরকার শর্ত দিয়েছে- এদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। ভারত সরকার তাতেই রাজি। এখন সালেমকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। শুধু চলচ্চিত্র নয়, ভারতের ক্রিকেট জগতের সঙ্গেও সালেম জড়িত ছিল। তার সঙ্গে যোগসাজশে অনেক ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসতে পারে অনেক ক্রিকেট তারকার নাম। এখন দেখার বিষয় কেঁচো খুঁড়তে কয়টি সাপের দেখা মেলে।